'সাংবাদিক দেখার টাইম নাই' বলে পেটাল ছাত্রলীগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

০৪ অক্টোবর, ২০২৩ ০২:৪৭

শেয়ার

অ +

অ -

রাজধানীর কবি নজরুল সরকারি কলেজে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ছাত্রলীগের হাতে বেধড়ক মারধরের শিকার হয়েছেন দুই সাংবাদিক। অভিযুক্তরা সবাই কবি নজরুল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি বেলায়েত হোসেন সাগরের অনুসারী। মঙ্গলবার দুপুরে কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ক্যাম্পাস গেটে এক শিক্ষার্থীকে মারধরের খবর পেয়ে এগিয়ে যান কলেজ সাংবাদিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক ও ঢাকা ওয়েভ-এর কলেজ প্রতিনিধি শীতাংশু ভৌমিক অংকুর ও ডেইলি ক্যাম্পাসের প্রতিনিধি পার্থ সাহা।

এ সময় মারধরের ছবি তোলার চেষ্টা করলে তাঁদের ফোন কেড়ে নেন এবং মারধর শুরু করেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। এর মধ্যে ভৌমিক নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিলে 'সাংবাদিক দেখার টাইম নাই' বলে আরো বেশি মারধর করতে থাকেন ছাত্রলীগ কর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতির অনুসারী মেহেদী হাসান পলাশ, শেখ সুমন, ফাহিম তাজ, তানজিদ আহমেদ বাবু, রাতুল হাসান, তামিম মোল্লাসহ প্রায় ১০-১৫ জন এই দুই সাংবাদিককে মারধর করেন।

মারধরের শিকার শীতাংশু ভৌমিক অংকুর বলেন, 'ক্যাম্পাস গেটে জটলা দেখে আমি এবং পার্থ এগিয়ে যাই।

গিয়ে দেখি তারা কলেজের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে। ছবি তুলতে গেলেই আমার ফোন কেড়ে নেয়। আমি সাংবাদিক পরিচয় দিলে আমাকে কলেজের মূল ফটকের সামনের রাস্তায় ফেলে মারতে থাকে।'

পার্থ সাহা বলেন, 'আমরা ছবি তুলতে গেলে ওরা শীতাংশুকে মারধর শুরু করে।

তখন আমি বলি, শীতাংশু সাংবাদিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক, ওকে মারছেন কেন আপনারা? এ কথা বলায় আমাকেও ওরা মারতে থাকে।'

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহমুদ বলেন, দুই সাংবাদিককেই প্রাথমিক চিকিত্সা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁর মাথায় ও তলপেটে আঘাতের কারণে শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়ায় তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইনজেকশনসহ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র লিখে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কবি নজরুল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি বেলায়েত হোসেন সাগর বলেন, 'সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ঘটনায় জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মারধরের বিষয়ে কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ আমেনা বেগম বলেন, 'আমি ঘটনাটা শুনেছি। তবে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'